Mettlepower Communications

Coverage / Advt Sheet

Publication & Date: Bartaman, 21st April, 2011

Page Number: 10

Head Line: Swallowed whistle taken out through Bronchoscopic method.

ব্রঙ্কোস্কোপিক পদ্ধতিতে বার করা হল গিলে ফেলা বাঁশি

সাত বছরের হিজবুল। একটা খেলনা বাঁশি গিলে ফেলেছিল সে। থাকে মেদিনীপুরের সবংবেড়িয়ায়। এদিক ওদিক ঘুরে শেষে তাকে নিয়ে তার মা এসে পৌঁছলেন 'মেডিকা' হসপিটালে। চিকিৎসকরা তাকে প্রশ্ন করলেন, কোনও কষ্ট হচ্ছে কি না। হিজবুল জানাল, না। কিন্তু যখন সে শ্বাস ছাড়ছিল তখন বাঁশি বাজছিল।

ডায়াগনোসিসের জন্য চেস্ট এক্স-রে এবং হাই রেজলিউশন সি টি স্ক্যান করা হল। দেখা হল বাঁশির অবস্থান। এমনিতে হিজবুলের কষ্ট না হোক যথেষ্ট বিপদের আশঙ্কা ছিল। বাঁশিটি শ্বাসপথ আটকে দেওয়ার আশঙ্কা তো ছিলই। তাছাড়া বাঁশির ওপর বিভিন্ন পদার্থ জমা হয়ে সংক্রমণ এবং প্রদাহ হওয়ার আশঙ্কা ছিল। হিজবুলের ক্ষেত্রে সংক্রমণ ডান দিকের ফুসফুস পর্যন্ত ছড়িয়েও পড়েছিল। 'মেডিকা'র চিকিৎসকেরা দেখলেন, বেশিক্ষণ এই অবস্থায় থাকলে প্রাণের আশঙ্কা দেখা দিতে পারে। হিজবুলের মা-বাবার অবস্থা তেমন ভালো নয়। হাসপাতালের কর্ণধার ডাঃ অলক রায় সিদ্ধান্ত নিলেন, খরচের বেশিরভাগটাই ছাড় দেওয়া হবে। ব্রঙ্কোস্কোপির সাহায্যে বাঁশিটি বার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। চিকিৎসক দলে ছিলেন ডাঃ চিরজিৎ দত্ত, ডাঃ অর্জুন দাশগুপ্ত এবং ডাঃ এন জি কে মোহন। ব্রঙ্কোস্কোপিক পদ্ধতিতে অপটিক্যাল ফরসেপের সাহায্যে বাঁশি বার করা হল। এই সাংবাদিক সম্মেলনের সময় হিজবুল সুস্থ। সাংবাদিক সম্মেলনের শুরুতে দেখানো হল চার্লি চ্যাপলিনের 'সিটি লাইট' ছবির সেই বিখ্যাত দৃশ্য— চার্লি একটি বাঁশি গিলে ফেলেছেন এবং গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতার মধ্যে তাঁর প্রতিটি প্রশ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে আসছে তীব্র হুইসলিং-এর শব্দ। বক্তারা বিব্রত, চার্লি অপ্রতিভ। তারপর হিজবুলের ছবি। ব্যাপারটা একইরকম ঘটছে। তার প্রতিটি প্রশ্বাসের সঙ্গে বাঁশির ধ্বনি। সবাই হাসিতে ভেঙে পড়ার মুহূর্তে দেখা গেল হিজবুলের মা চোখ মুছছেন। তাঁর বাছা যে প্রাণে বেঁচে ফিরেছে। চার্লি চ্যাপলিনের বিখ্যাত সিরিও-কমিক মুহূর্ত।

যোগাযোগ: ৬৬৫২ ০০০০